গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

ফিড উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি ও বিপণন এবং মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কামটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. নাহিদ রশীদ সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	:	২৬-০৬-২০২৩ খ্রিঃ
সময়	:	বিকাল ৩:০০ ঘটিকা।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভার উপস্থিতি সংযোজনী 'ক' সংযুক্ত করা হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। পরিচয় পর্ব শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, দেশের জনগণের ক্রমবর্ধমান মৎস্য ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য ডিম, দুধ, মাছ ও মাংসের বিকল্প নেই। এসকল প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনের জন্য প্রাণির খাদ্যের প্রয়োজন। সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করার জন্য জাতীয় কমিটির সদস্য-সচিব জনাব এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিবকে অনুরোধ করেন।

২.০। জাতীয় কমিটির সদস্য-সচিব জনাব এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জুমে অংশগ্রহণকারী কমিটির সদস্যসহ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে ফিড আমদানি, রপ্তানি ও বিপণন এবং মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ২য় সভায় ফিডের চাহিদা ও সরবরাহ এবং মূল্য পরিবীক্ষণ কমিটির সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করে উপস্থিত সকলকে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান।

৩.০। জনাব মোঃশরিফুল হক, উপপরিচালক খামার, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা ফিড আমদানি, রপ্তানি ও বিপণন এবং মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির বিগত সভার এবং ফিডের চাহিদা পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০২০ অনুযায়ী ফিডের চাহিদা ও সরবরাহ এবং মূল্য পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন।

৪.০। জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক, ফিড ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ফিআব) বলেন, এপ্রিল/২০২৩ থেকে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ফিডের মূল্য আগের মূল্যের চেয়ে প্রায় ৩(তিন) টাকা কমিয়ে আনা হয়েছে। লোকাল ভূট্টা আমদানির ফলে কিছুটা সুবিধা ভোগ করলেও আন্তর্জাতিক বাজারে সয়াবিন এবং ভূট্টার মূল্য গত ১৫ দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে। একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও বর্তমান বাজার ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করা কিছুটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে যেখানে বর্তমানে কেজিতে ২/৩ টাকা লাভ হলেও বিগত বছরের ক্ষতি পূরণ করা অসম্ভব হয়ে দাড়াবে বলে তিনি জানান। ফিড ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন (ফিআব) কর্তৃক প্রস্তাবনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, যেহেতু ফিড মিলগুলোর কাচাঁমালের মধ্যে সয়াবিন এবং ভূট্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা লেয়ার এবং ব্রয়লার ফিডের ৭০ ভাগই প্রয়োজন সেহেতু এই দু'টি কাঁচামালের মূল্য হ্রাস না পেলে ফিডের মূল্য কমানো সম্ভব হবে না। তিনি আরো বলেন, বিকল্প কাঁচামাল হিসেবে এমবিএম এবং রাইস ডিডিজিএস পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে যার মূল্য কিছুটা কম । ফিডমিল গুলোকে যদি এই ২টি কাচাঁমাল আমদানির অনুমতি দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে বিশেষ করে ফিস ফিড এবং লেয়ার ফিডের পাশাপাশি ব্রয়লার ফিডের মূল্যও কিছুটা কমিয়ে নিয়ে আনা যাবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

৫.০। ড. এ.বি.এম. খালেদুজ্জামান পরিচালক উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা জানান, ফিড ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন (ফিআব) এর তথ্য অনুযায়ী ভূট্টা এবং সয়াবিনের মূল্য আগামীতে বৃদ্ধি পেতে পারে। সেক্ষেত্রে, শুধুমাত্র ভূট্টা এবং সয়াবিনের মূল্যের উপর নির্ভর না করে অন্যান্য বিকল্প কাচাঁমালের উপর মূল্য সমন্বয় করা প্রয়োজন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভূট্টা এবং সয়াবিন এর পাশাপাশি অন্যান্য কাচাঁমাল আমদানির অনুমতি দিয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে ফিড ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন (ফিআব) নিজস্ব উদ্যোগের প্রয়োজন।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬.০। সভাপতি, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল জানান, ২ থেকে ৩ মাসের বেশি ভূট্টা সংরক্ষণ করা যায় না। যেহেতু ভূট্টা সংরক্ষিত রয়েছে ফলে আগামী ২ থেকে ৩ মাস ফিডের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম এবং গ্লোবাল মার্কেটে ফিডের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার কোন কারন নেই বলে তিনি ব্যক্ত করেন। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারনে ব্যাংকে এলসি খোলার ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কিছুটা অনাগ্রহ দেখাচ্ছে। তিনি আরো জানান, বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যের উপর নির্ভর করতে হবে এবং এমবিএম এবং রাইস ডিডিজিএস আমদানির অনুমোদন হলে আগামীতে ফিডের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব হবে। দেশে বিকল্প কাঁচামালের আমদানি হলে চলতি মৌসুমে ফিডের মূল্য সমন্বয় না করা গেলেও আসন্ন মৌসুমে উৎপাদিত ফিডের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে আনার জন্য এসোসিয়েশনগুলো সচেষ্ট রয়েছে। সুতরাং প্রান্তিক খামারীদের ক্ষেত্রে ফিডের স্বাভাবিক মূল্যের সাথে একটা সম্পৃক্ততা থাকে। সেক্ষেত্রে, ফিডের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে খামারীদের কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অন্য দিকে তিনি আরো বলেন, পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মতো উন্নত মানের ফিড তৈরিতে আমাদের দেশেও উন্নত মানের কাচাঁমাল আমদানির প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কাচাঁমালের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পায়। তবে চলতি মৌসুমে ফিডের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

৭.০। জনাব এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জানান, বিগত সময়ে একদিন বয়সী মুরগরি বাচ্চার মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে একটি কৌশলপত্র প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অনুরূপভাবে ফিডের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৌশলপত্র প্রণয়নের নিমিত্তে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এসোসিয়েশনের কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন।

৮.০। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১। ফিডের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার নিমিত্তে কৌশলপত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাবনা তৈরির জন্য ৭ (সাত) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হলোঃ

১।	ড. এ.বি.এম. খালেদুজ্জামান, পরিচালক উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা	আহবায়ক
২।	মোঃ শরিফুল হক, উপপরিচালক খামার, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৩।	অলক কুমার সাহা, উপপরিচালক, মৎস্য চাষ, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৪।	শামসুল আরেফিন খালেদ, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল (বিপিআইসিসি)	সদস্য
৫।	ফজলে রহিম শাহরিয়ার, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল (বিপিআইসিসি)	সদস্য
৬।	মোঃ আহসানুজ্জামান, প্রতিনিধি, ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ফিআব)	সদস্য
৭।	মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক, ফিড ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ফিআব)	সদস্য

২। গঠিত কমিটি ২৫শে জুলাই' ২০২৩ এর মধ্যে একটি খসড়া কৌশলপত্র প্রণয়ন করবে এবং তা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০/৭/২৩

(ড. নাহিদ রশীদ)
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়